জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, রবিবার, ২০ ভাদ্র ১৪২৩, ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ,
ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সংগঠকগণ,
উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পুরস্কার প্রাপ্তদের প্রতি অভিনন্দন।

শুরুতেই আমি স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। সবে আগস্ট মাস শেষ হয়েছে। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট ইতিহাসের সবচেয়ে বর্বরোচিত হত্যাকান্ড জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল, আমার ১০ বছরের ছোট্ট ভাই রাসেলসহ পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে হারিয়েছি। আমি তাঁদের রুহের মাগফিরাত কমনা করছি।

মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং সম্ভ্রমহারা ২ লাখ মা-বোনকেও আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। ৩রা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নির্মম হত্যাকান্ডের শিকার জাতীয় চার নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

সুধিমন্ডলী,

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসররা এ দেশটাকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে। সম্পূর্ণ ভঙ্গুর অবস্থায় জাতির পিতা দেশ গঠনের কাজে হাত দেন। সেই অবস্থায়ও দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু সরকার।

বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭২ সালে গঠন করে জাতীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা। একই বছর গঠন করা হয় ১৬টি জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন। ১৯৭৪ সালে আরো ১৮টি জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন এবং বিভিন্ন জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে অনুমোদন দেওয়া হয়।

১৯৭৪ সালে জাতীয় সংসদে পাস হয় বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অ্যাক্ট। সেই অনুসারে গঠিত হয় বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা তথা আজকের জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।

১৯৭৫ সালে গঠন করা হয় বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী ও সংস্কৃতিসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন। সাংস্কৃতিক চুক্তির অধীনে ক্রীড়া ক্ষেত্রে চুক্তি করা হয়। এই চুক্তির অধীনে ক্রীড়াবিদদের তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব জার্মানি এবং ভারতে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়।

আগস্ট ট্রাজেডীর পর ফাউন্ডেশনের কর্মকান্ড বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমরা ২০১১ সালে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন পাশ করে এ প্রতিষ্ঠানটির অতীত ঐতিহ্য পূণঃপ্রতিষ্ঠা করি।

সুধিবৃন্দ,

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর দেশের আর ১০টি ক্ষেত্রের মত ক্রীড়াঙ্গনও শত ধারায় বিকশিত হতে থাকে। সে সময়ই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের সাফল্যের বীজ বপন করা হয়।

আমাদের সরকারের সময় ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ প্রথমবারের মত আইসিসি বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। ১৯৯৮ সালে মিনি বিশ্বকাপের সফল আয়োজনের মাধ্যমে আমরা আমাদের সাংগঠনিক যোগ্যতার পরিচয় দেই। ১৯৯৯ এর বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে পরাজিত করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বিশ্বকে অবাক করে দেয়।

আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০১১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানসহ আটটি ম্যাচ এবং চারটি অনুশীলন ম্যাচের আয়োজন করেছি। এছাড়া বঙ্গবন্ধু সাফ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ-২০০৯, ১১তম সাউথ এশিয়ান গেমস-২০১০,

আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেট বাছাই পর্ব-২০১১, এশিয়া কাপ ক্রিকেট-২০১২, এশিয়া কাপ ক্রিকেট-২০১৪ ও ওয়ার্ল্ড টি-টুয়েন্টি বাংলাদেশ-২০১৪-সহ অসংখ্য আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ইভেন্টের সফল আয়োজক বাংলাদেশ।

আওয়ামী লীগ আমলেই আইসিসি বাংলাদেশকে ওয়ান ডে মর্যাদা ও বিশ্বের ১০ম টেস্ট খেলুড়ে দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এখন আমাদের মহিলা ক্রিকেট দলও ওয়ান ডে স্ট্যাটাস অর্জন করেছে। ৮ম সাফ গেমসে বাংলাদেশ ফুটবল দল স্বর্ণপদক লাভ করে।

আমাদের সময় দাবা, শ্যুটিং, বাস্কেটবল, হ্যান্ডবল, জিমন্যাস্টিক্স, আর্চারি ও অলিম্পিকসহ সকল ধরণের ক্রীড়ায় বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

কমনওয়েলথ শুটিংয়ে স্বর্ণ জয় করেছে বাংলাদেশের মেয়েরা। গলফ দুনিয়ায় বাংলাদেশকে পরিচিত করান আমাদের সিদ্দিকুর রহমান। এএইচএফ হকিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে বাংলাদেশ। এশিয়ান গেমস হকির বাছাইপর্বে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ। ওয়ার্ল্ড হকি লিগের প্রথম পর্বে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়।

২০০১ সালের পর দেশের ক্রীড়াঙ্গনে সৃষ্টি হয় কলঙ্কজনক অধ্যায়। আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে বহিষ্কৃত হয় বাংলাদেশ। বিএনপি-জামাত জোট দেশের ক্রীড়াখাতকেও স্থবির করে রেখেছিল। ক্রীড়া ক্ষেত্রে সাংগঠনিক শূন্যতা সৃষ্টি করেছিল।

আমরা ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর ক্রীড়াঙ্গনে সাফল্যের ধারা ফিরিয়ে আনি। সরকার গঠনের পরই ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহে নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করি। খেলাধুলার প্রসারে আর্থিক অনুদান বৃদ্ধি করি। ক্রীড়া প্রশিক্ষণের উপর জোর দেই। এখন ক্রীড়াঙ্গণে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

আমাদের উদ্যোগের ফলেই আইসিসি চ্যাম্পিয়ন, ওয়ান ডে ও টেস্ট স্টেটাস লাভ করে বাংলাদেশ। সেই থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে একটি সম্মানজনক নাম হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। ওয়ান ডে এবং টেস্ট ক্রিকেটে বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার হন সাকিব আল হাসান।

বিদেশের মাটিতে প্রথম টেস্ট ও টেস্ট সিরিজ জয় করে বাংলাদেশ। ওয়ান ডে ক্রিকেটে নিউজিল্যান্ডকে হোয়াইটওয়াশ করে। চীনের গুয়াংজুতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের প্রথম স্বর্ণ আসে ক্রিকেটের মাধ্যমে।

২০১২ সালে এশিয়া কাপ ক্রিকেটে রানার্স-আপ হয় বাংলাদেশ। ২০১৫ সাল ছিল বাংলাদেশের ক্রিকেটের গৌরবময় একটি বছর। পাকিস্তানকে ওয়ানডে সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করে। ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজ জিতে আমাদের ছেলেরা।

সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবাল, মাশরাফি বিন মতুর্জা, মুশফিকদের পাশাপাশি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ওঠে আসা 'কাটার মাস্টার' খ্যাত মুস্তাফিজুর রহমানও ক্রিকেট বিশ্বের মনোযোগ কেড়ে নিতে সক্ষম হয়। এবছরই আমরা প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ ক্রিকেটে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার গৌরব অর্জন করি।

সুধিমন্ডলী,

শত ব্যস্ততার মাঝে আমি যখনই সুযোগ পাই, বাংলাদেশের খেলা দেখার জন্য স্টেডিয়ামে ছুটে যাই। আসলে খেলাধুলার প্রতি ভালোবাসা আমার রক্তের মধ্যেই রয়েছে।

জাতির পিতা খেলাধুলা করতেন। স্কুল জীবনে তিনি ছিলেন একজন সেরা ফুটবল খেলোয়াড়। আমার দাদাও ফুটবল খেলতেন। শেখ কামাল ও শেখ জামাল ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও তারা অনেক দক্ষতা দেখিয়েছেন। আমাদের পরিবারের আরেক সদস্য সুলতানা কামাল খুকুও ছিলেন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ।

ফুটবল খেলা নিয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে খুবই মধুর একটি স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, ''১৯৪০ সালে আব্বার টিমকে আমার স্কুল টিম প্রায় সকল খেলায় পরাজিত করল। অফিসার্স ক্লাবের টাকার অভাব ছিল না। খেলোয়াড়দের বাইরে থেকে আনত। সবাই নামকরা খেলোয়াড়। বৎসরের শেষ খেলায় আব্বার টিমের সাথে আমার টিমের পাঁচ দিন ড্র হয়। আমরা তো ছাত্র; এগারজনই রোজ খেলতাম, আর অফিসার্স ক্লাব নতুন নতুন প্লেয়ার আনত। আমরা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আব্বা বললেন, ''কাল সকালেই খেলতে হবে। বাইরের খেলোয়াড়দের আর রাখা যাবে না, অনেক খরচ।'' আমি বললাম, ''আগামীকাল সকালে আমরা খেলতে পারব না, আমাদের পরীক্ষা।'' গোপালগঞ্জ ফুটবল ক্লাবের সেক্রেটারি একবার আমার আব্বার কাছে আর একবার আমার কাছে কয়েকবার হাঁটাহাঁটি করে বললেন, ''তোমাদের বাপ ব্যাটার ব্যাপার, আমি বাবা আর হাঁটতে পারি না।''

খেলাধুলার মূল কথা হলো প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি করা। প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব খেলোয়ারদের মধ্যে তৈরি করে শৃঙ্খলাবোধ, অধ্যবসায়, দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যপরায়ণতা এবং পেশাদারিত্ব। খেলাধুলার সাথে স্বাস্থ্য ও মনের একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সুস্থ দেহ মানেই সুস্থ মন। খেলাধুলা জীবনকে করে সুন্দর, পরিশীলিত। তাছাড়া আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের পরিচিতি ও সম্মান বাড়ানোর ক্ষেত্রে খেলাধুলার ভূমিকা অতুলনীয়।

দেশের ফুটবলকে জাগিয়ে তোলার জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট। ইতোমধ্যে এই টুর্নামেন্ট সারা দেশে বিপুলভাবে সাড়া জাগিয়েছে।

খেলাধুলায় সাফল্য অর্জন করতে হলে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ ও কর্মপরিকল্পনা। এক্ষেত্রে ক্রীড়া সংগঠকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সাংগঠনিক ভিত না থাকলে ক্রীড়াবিদদের প্রতিভার যেমন বিকাশ হয় না, তেমনিভাবে নতুন নতুন খেলোয়াড়ও উঠে আসবে না।

আমরা প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচির মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায় হতে খেলোয়াড় সংগ্রহ এবং নিয়মিত, নিবিড়, আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে খেলোয়াড় তৈরি করছি। গ্রামীণ বিলুপ্তপ্রায় খেলাধুলাগুলোকে উজ্জীবিত করার লক্ষে নেওয়া হয়েছে নতুন কর্মসূচি।

দেশের খেলাধুলার উন্নয়নে অবকাঠামোগত সুবিধার উন্নয়ন এবং বিদ্যমান সুবিধাদির সংস্কার, মেরামত ও উন্নয়ন, খেলাধুলার উন্নয়নে উন্নতমানের ক্রীড়াসামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের জন্য নতুন নতুন ভেন্যু তৈরি এবং খেলাধুলার উন্নয়নে ক্রীড়া সংস্থাকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

আমাদের রয়েছে বিকেএসপির মত একটি ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিকেএসপি থেকেই বের হয়ে আসছে আন্তর্জাতিকমান সম্পন্ন ক্রীড়াবিদ। দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য ইতোমধ্যে বিকেএসপি-কে বিভাগীয় পর্যায়ে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। আরও নতুন নতুন ক্রীড়া অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে।

আমরা দেশের ক্রীড়া অবকাঠামোগুলোর সংস্কার ও আধুনিকায়ন করেছি। কক্সবাজারে বিশ্বের ৩য় বৃহত্তম শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে। আমাদের নির্মিত সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সৌন্দর্য বিদেশিদের মুগ্ধ করেছে। রাজধানী ঢাকাসহ নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও খুলনা স্টেডিয়ামগুলোকেও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করেছি। রাজশাহীতে শহীদ কামরুজ্জামান বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উন্নীত করার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়া গোপালগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, হবিগঞ্জসহ বিভিন্ন জেলায় নতুন নতুন স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল, জিমনেসিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে।

আমরা ৪৯০টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করেছি। তৃণমূল পর্যায়ে খেলাধুলার উন্নয়নে উপজেলা পর্যায়ে একটি করে স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ১ম পর্যায়ে ১৩১টি উপজেলা মিনি-স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।

খেলাধুলা যুবসমাজকে বিপথগামী হতে রক্ষা করে। মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ থেকে দূরে রাখে। আমার বিশ্বাস, যুবসমাজকে যদি আমরা ক্রীড়া কর্মকান্ডর মাধ্যমে সক্রিয় রাখতে পারি তাহলে আমরা সহজেই এদেশ থেকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূল করতে পারবো। যুব সমাজ এদেশের সম্পদ। উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে এ যুবশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে।

পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ ও সংগঠকদের প্রতি উষ্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছি। একজন ক্রীড়াবিদ কঠোর অনুশীলন ও অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে নিজেকে যেমন গড়ে তোলেন, তেমনি দেশ ও জাতির জন্য বয়ে আনেন সম্মান। তাঁদেরকে উৎসাহিত করার জন্য জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার একটি বড় স্বীকৃতি।

বর্তমান সরকার রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অবস্থার যে পরিবর্তনের অঙ্গীকার করেছে, তার মধ্যে ক্রীড়াঙ্গণও রয়েছে। ক্রীড়ার মাধ্যমে অর্জিত সাফল্যকে ধরে রেখে আরও সামনে এগিয়ে যেতে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...